দৈনিক সংবাদ C33

তারিখ 20 SEP 1991
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 6 ...

সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ জন ছাত্রকে চূড়ান্তভাবে বহিষ্কার ও 'অবাঞ্ছিত' ঘোষণা

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস সৃষ্টি, শিক্ষক ও প্রশাসনের সাথে দুর্ব্যবহার এবং বিশ্ববিদ্যালয় আইন ভঙ্গের অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১১ জন ছাত্রকে চূড়ান্তভাবে বহিষ্কার ও ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা, একজনকে দুই বছরের জন্য বহিষ্কার এবং ৫ জনকে সতর্ক করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

এই ১৭ জন ছাত্রের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ১১ জন, ছাত্রলীগের (মু-না) ৪ জন এবং সম্প্রতি বিলুপ্ত সরকার সমর্থক জাতীয় ছাত্র সমাজের ২ জন নেতা-কর্মী রয়েছেন।

গত ১৪ ও ১৫ই জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী ঘটনাবলীর পর কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসিপ্লিনারী বোর্ড অভিযুক্ত ছাত্রদের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নোটিশগুলোর প্রায় অর্ধেকের জবাব পাওয়া যায় এবং সেগুলো পর্যালোচনার পর শুক্রবার অনুষ্ঠিত বোর্ডের সভায় অভিযুক্ত ১৭ জনের বিরুদ্ধে এ ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ চূড়ান্ত করা হয়। বোর্ডের এই সুপারিশ গতকাল শনিবার অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। দু'জন ছাত্রের বিরুদ্ধে আনীত

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

অবাঞ্ছিত ঘোষণা

(১ম পাতার পর)

অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

অবাঞ্ছিত ১১জন

যে ১১জন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চূড়ান্তভাবে বহিষ্কার এবং ক্যাম্পাসে 'অবাঞ্ছিত' ঘোষণা করা হয়েছে তাদের মধ্যে ছাত্রদলের সাথে জড়িতরা হলেন সানাউল হক নীরু, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের ডিপ্লোমার ছাত্র (সাংগঠনিক সম্পাদক) গোলাম ফারুক অভি, ৩য় বর্ষ সমাজবিজ্ঞান। শফিকুল ইসলাম শফিক, ১ম বর্ষ মার্কেটিং, মাহবুবুর রহমান খান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে মাস্টার্স ডিগ্রী পরীক্ষার্থী, আবদুল মালেক, ১ম বর্ষ ব্যবস্থাপনা, কামরুজ্জামান রতন, ৩য় বর্ষ ইতিহাস, বজলুর রহমান খান শহীদ, শেষ বর্ষ ইতিহাস এবং ইলিয়াস আলী ১ম পর্ব ফিনান্স। ছাত্রলীগ (মু-না) কর্মীরা হলেন আবু হাসান মুরাদ, ২য় বর্ষ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আবু সাঈদ নাসিরুদ্দিন শিপন, শেষ বর্ষ ইতিহাস এবং শাহ-ই-আকরাম, ৩য় বর্ষ রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

সাময়িকভাবে বহিষ্কার

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুই বছরের জন্য বহিষ্কৃত ছাত্রটি হচ্ছেন সাবেক জাতীয় ছাত্র সমাজের কর্মী গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র গোলাম মোর্তজা।

হুঁশিয়ারিপ্রাপ্ত ৫ জন

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-শৃংখলা বিরোধী কোন কাজে ভবিষ্যতে অংশ না নেয়ার জন্য যাদেরকে সতর্ক করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন ছাত্রদলের নাজিমুদ্দিন আলম, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান (তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক), কামরুজ্জামান চৌধুরী বাবু, শেষ পর্ব এম বি এ এবং খান এ মীর্জা মাসুদ জয়েন, ১ম বর্ষ ব্যবস্থাপনা, ছাত্রলীগের (মু-না) হাসিবুর রহমান মুকুর, ৩য় বর্ষ ব্যবস্থাপনা এবং জাতীয় ছাত্রসমাজের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি ইকবাল হোসেন, মাস্টার্স ডিগ্রী ডেমোগ্রাফীর ছাত্র।

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে গৃহীত এ সব ব্যবস্থা অবিলম্বে কার্যকর হবে এবং 'অবাঞ্ছিত' ঘোষিত ছাত্রদের কাউকে আবার ক্যাম্পাসে দেখা গেলে তাকে বহিরাগত হিসেবে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে জানা গেছে।

উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গতকালের সিন্ডিকেট সভায় ভবিষ্যতে যেকোন ধরনের শৃংখলা ভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার অভিমত ব্যক্ত করা হয় এবং প্রয়োজনে এ ধরনের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য প্রশাসনকে অনুরোধ জানানো হয় বলেও জানা গেছে।